ওসির বিরুদ্ধে ধর্ষণের পর জোর করে স্ট্যাম্পে সই নেওয়ার অভিযোগ



ছবি: সংগৃহীত

বিয়ের কথা বলে ধর্ষণ, প্রাণনাশের হুমকি এবং অভিযোগ তুলে নিতে জোর করে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) কোনাবাড়ী থানার ওসি ইফতেখার হোসেনের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী এক নারীর দাবি, আপসের কথা বলে তাকে গাজীপুরের এক বিএনপি নেতার বাড়িতে নিয়ে ভয় দেখিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। পরে তার হাতে ১০ লাখ টাকা দেওয়া হয়।

এ ঘটনায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর ও ১৯ অক্টোবর জিএমপি কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন ওই নারী। প্রথম অভিযোগের দেড় মাসের বেশি সময় পার হলেও তদন্তের অগ্রগতি জানতে পারেননি বলে দাবি তার। এখন আদালতে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

প্রথম অভিযোগে ওই নারী জানান, প্রায় এক বছর পাঁচ মাস আগে ব্যক্তিগত একটি অভিযোগ নিয়ে কাশিমপুর থানায় গেলে পুলিশ কর্মকর্তা ইফতেখার হোসেনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। ইফতেখার নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে বিয়ের কথা বলেন। এরপর বিভিন্ন সময়ে বন্ধু সোহেলের বাড়িতে নিয়ে তার সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেন বলে অভিযোগ ওই নারীর। এতে সোহেল সহযোগিতা করতেন বলেও দাবি তার।

ওই নারীর অভিযোগ, বিয়ের জন্য চাপ দিলে ইফতেখার পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে বলেন। পরে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানান। বিষয়টি প্রকাশ করলে ভালো হবে না বলে সোহেল তাকে হুমকি দেন। ইফতেখারের বাবাও ফোন করে তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কটূক্তি করেন। প্রতিবাদ করায় ইফতেখার তাকে গালমন্দ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন।

অভিযোগে বলা হয়, গত ১১ সেপ্টেম্বর সোহেলসহ আরেক ব্যক্তি ভয় দেখিয়ে তার মোবাইল ফোন নিয়ে যান। এ সময় ইফতেখারের সঙ্গে কথোপকথনের কল রেকর্ড ও বার্তা মুছে ফেলা হয়। তবে আগে থেকে কিছু অডিও রেকর্ডিং ও ছবি সংরক্ষণ করেছিলেন ওই নারী। পরে সেগুলো তদন্ত কর্মকর্তাকে দেন।

দ্বিতীয় অভিযোগে ওই নারী বলেন, গত ১৮ অক্টোবর তাকে জোর করে এক বিএনপি নেতার বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করানো হয়। পরে তাকে ১০ লাখ টাকা দেওয়া হয়। এর মধ্যে আট লাখ টাকা তার কাছে আছে। বাকি দুই লাখ টাকা তার এক কাকা ও থানার এক ইনফর্মার রেখে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। আট লাখ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে রাজি আছেন বলেও জানান।

ওই নারী বলেন, তিনি কোনো আপস বা টাকা চান না। জোর করে নেওয়া স্বাক্ষরকে আপসনামা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তিনি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চান। অভিযোগ দেওয়ার পর তাকে গাড়িচাপা দিয়ে হত্যা এবং বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আতঙ্কে আছেন।

তিনি আরও বলেন, তদন্তের জন্য পুলিশ কমিশনারের কার্যালয় থেকে ১৬ তারিখে তাকে ডাকা হয়েছিল। অসুস্থ থাকায় যেতে পারেননি। বিষয়টি কমিশনারকে মেসেজ দিয়ে জানিয়েছেন। সুস্থ হলে যেকোনো দিন যেতে পারবেন বলেও জানান তিনি।

জিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. তাহেরুল হক চৌহান বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর একজন কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগের বিষয়ে কোনাবাড়ী থানার ওসি ইফতেখার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মন্তব্য করতে রাজি হননি। পরে কথা বলবেন জানিয়ে ফোন কেটে দেন।